চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

তারিখ: ২৪.১১.১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কেবল প্রকল্প দিয়ে জলাবদ্ধতা নিরসণ অসম্ভব, প্রয়োজন সমন্বয়: মেয়র ডা. শাহাদাত

কেবল হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প করে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণ সম্ভব নয় বরং প্রকল্পের পাশাপাশি জনসচেতনতা, পরিবেশ রক্ষা,পরিকল্পিত নগরায়ন এবং সেবা সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয়ও জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিমের সাথে জলাবদ্ধতা নিরসণে করণীয় নিয়ে আলোচনায় এ মন্তব্য করেন মেয়র। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি, প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম এবং সিডিএ'র জলাবদ্ধতা নিসরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল মোঃ ফেরদৌস আহমেদ,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ. এ. এম. হাবিবুর রহমানসহ উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ। সভায় সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন্দরসহ সবগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে একসাথে কাজ করতে হবে। কেবল হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প করে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণ সম্ভব নয় বরং প্রকল্পের পাশাপাশি জনসচেতনতা, পরিবেশ রক্ষা ও পরিকল্পিত নগরায়নও জরুরি। খাল-নদী রক্ষায় আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন মন্তব্য করে মেয়র বলেন, আমি বাকলিয়ায় কৃষিখালে গিয়ে দেখলাম খালটা যেন ডাম্পিং স্টেশন হয়ে গেছে। অথচ বাকলিয়া এলাকার জলাবদ্ধতার পানি নিরসণে খালটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চাক্তাই খালেরও অনেক স্থানে ৭-৮ তলা বিল্ডিং হয়ে গেছে। অন্যান্য খালেও দখল ও বর্জ্য নিয়ে একই সমস্যা যা শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে, কর্ণফুলীকেও হত্যা করছে। এজন্য আমার মনে হয় প্রয়োজনে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আমি হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়াবোনা তবে, যারা নিয়ম মানছে না, আইনের মধ্যে চলছে না অথবা সুন্দর শহর গড়ার আমাদের যে প্রত্যয় সেটার বিরুদ্ধে কাজ করছে, যারা নালা-খাল ময়লা-দখল করে তাদের জরিমানা করব।জলাবদ্ধতা নিরসণে ওয়াসাকেও ভূমিকা রাখতে হবে মন্তব্য করে মেয়র বলেন, আমার বিকল্প কিছু পরিকল্পনা আছে জলাবদ্ধতার জন্য। এই যে বর্ষাকালে অতিরিক্ত যে পানিটা আসে সেটা যদি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে অতিরিক্ত পানি যেগুলো নালাতে চলে যাচ্ছে সেগুলো সংরক্ষণ হলে জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং মাটির নীচের পানির স্তরও রক্ষা পাবে। সিডিএ'রও উচিত বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে বাড়ি করা হচ্ছে কী না তা নিশ্চিত করা। কারণ, পানি মাটির নীচে না যেতে পারায় কিন্তু ভূমি ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে এবং ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের ঝুঁকি বাড়ছে।চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম বলেন, সিডিএ'র জলাবদ্ধতা নিরসণ প্রকল্প দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণসহ জনস্বার্থে সব বিষয়ে চসিকের সাথে সিডিএ একযোগে কাজ করবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জলাবদ্ধতা নিরসণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। ময়লার এসটিএস নির্মাণ করার জন্য কোথাও ভূমির প্রয়োজন হলে, সিডিএ'কে জানালে বিবেচনা করা হবে। বর্তমানে সিডিএ ৫৭ টি খালের মধ্যে ৩৬ টি খালের কাজ করছে। বাকী ২১টি খাল আদৌ বেঁচে আছে কীনা, থাকলে সেগুলো কীভাবে উদ্ধার করা যায় তা জানতে বাকী খালগুলো নিয়েও সমীক্ষা প্রয়োজন। সভায় সিডিএ'র জলাবদ্ধতা নিসরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল মোঃ ফেরদৌস আহমেদ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনকে অবহিত করেন। প্রকল্পটির কারণে গত বছরের তুলনায় এ বছর চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা তুলনামূলক কম স্থানে হয়েছে এবং জমাটবদ্ধ পানি দ্রুত অপসারিত হয়েছে বলে জানান তিনি। লে. কর্নেল মোঃ ফেরদৌস আহমেদ বলেন, প্রকল্পের ভৌতিক কাজের অগ্রগতি ৭৩ শতাংশ। খাল দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে খাল উদ্ধার করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই প্রকল্প দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা খাল খনন করলেও পানিতো শহর থেকে নালার মাধ্যমে খালে আসতে হবে। যততত্র পলিথিন, ময়লা ইত্যাদি ফেলে নালা ভরাট করে ফেললে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়ে শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্ণফুলীর তলদেশও এ কারণে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিৎ।"জলাবদ্ধতা নিরসণে পাহাড় রক্ষাও জরুরি। একটি অসাধু চক্র বর্ষার আগে পাহাড়ে এমনভাবে মাটি কাটে যাতে বৃষ্টি হলে পানির সাথে পাহাড় ধ্বসে যায়। এই মাটি পরে নালায় গিয়ে নালা জ্যাম করে ফেলে। এজন্য পাহাড় রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি ওয়ার্ড পর্যায়েও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সভায় চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে করণীয় তুলে ধরেন। চসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম সিডিএ'র খাল খনন প্রকল্প শেষ হলে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

ক্যান্সার থেকে বাঁচতে এইচপিভি টিকা নিনঃ মেয়র ডা. শাহাদাত

কিশোরীদের ভবিষ্যতে ক্যান্সার থেকে বাঁচাতে এইচপিভি টিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার নগরীর কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে কিশোরী ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়রত ছাত্রীদের ও ১০-১৪ বছরের কিশোরীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে মাসব্যাপী এইচপিভি প্রথম ডোজের টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানান। মেয়র বলেন জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকার একটি ডোজই যথেষ্ট। এই টিকা বিশ্বব্যাপী পরীক্ষিত, নিরাপদ ও কার্যকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুসরণ করে সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যে এই টিকা প্রদান করা হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, ডা. এস এম সরোয়ার আলম, এ কে এম সালাউদ্দিন কাউসার লাবু, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নূরবানু চৌধুরী, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোমা বড়ুয়া।

চসিককে ৬ হাজার পিস ডেঙ্গু পরীক্ষার কীট উপহার দিলেন ডা. এস এম সরোয়ার আলম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার কার্যক্রমকে সফল করতে ৬ হাজার পিস ডেঙ্গু পরীক্ষার কীট উপহার দিয়েছেন ডা. এস এম সরোয়ার আলম। সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে মেয়রের হাতে কিটগুলো উপহার দেন তিনি।এসময় মেয়র বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ এখন আমার এক নাম্বার লক্ষ্য। এজন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে মেমন হাসপাতালকে ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট সেল হিসেবে ঘোষণা করেছি। সেখানে কারো ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বিনামূল্যে এনএস ১ অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হচ্ছে। নাগরিকদের বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুযোগ করে দিতে ডা. এস এম সরোয়ার আলম ৬ হাজার পিস ডেঙ্গু পরীক্ষার কীট বিনামূল্যে প্রদান করে মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন। সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি আমার আহবান চট্টগ্রামবাসীকে সেবা দিতে ডা. এস এম সরোয়ার আলমের মতো আপনারাও এগিয়ে আসুন।এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে চসিকের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে নগরীর খুলশী এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে বাসা বাড়ীর আঙ্গিনা, ছাদবাগান ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয়। এ সময় দুইটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে জমাটবদ্ধ পানিতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় দুই ভবন মালিককে ২০ হাজার টাকা ও অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করার দায়ে ৩ ব্যক্তিকে ১৫ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা আদায় করা হয়। পরে ডেঙ্গু সচেতনতার লক্ষে জনসাধারনের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও মশার ঔষুধ স্প্রে করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা। ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে চসিক এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগন গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় চসিক কনফারেন্স রুমে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চসিক এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশনের আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক, যুগ্ম আহবায়ক ডা. মোহাম্মদ আলী, ইঞ্জিনিয়ার মো. কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আহমদ সাকী, সদস্য ডা. আশিষ মুখার্জি, আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মালেক, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, আহমদুল হক, ডা. রশিদ আহমেদ, ডা. শাহীন পারভীন, ইঞ্জিনিয়ার এস এম আইয়ুব, ইঞ্জিনিয়ার মো. রেজাউল বারী ভূঁইয়া, ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল কাদের, রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য বৈঠকে চসিক এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাবেক কর্মকর্তারা সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। চসিক এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশনের বিভিন্ন দিক ও

কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মেয়রকে অবহিত করেন। মেয়র আন্তরিকতার সাথে এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের কথা শুনেন এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মেয়র পরবর্তীতে তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা করার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮